বজ্রপাত থেকে ক্ষতি এড়াতে নির্দেশনা মেনে চলি

মেহেরপুরে গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৫) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। আহত হয়েছেন দুই গৃহবধুসহ চার জন। নিহত আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে। এছাড়া আহতরা হলেন, সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আঙ্গুরা খাতুন (৩০) ও রাজাপুর গ্রামের কহিনুর বেগম (২৫), রাধাকান্তপুর গ্রামের কৃষক আহসান আলী (৪০) ও রহমতুল্লাহ ।
এছাড়া মেহেরপুর শহর সহ বেশ কিছু এলাকায় বজ্রপাতে গাছ পুড়েছে, বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিকল হওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বর্ষা মৌসুমে সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হচ্ছে বজ্রপাত। সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। যে সাবধানতাগুলো মেনে চললে বজ্রপাতে হতাহতের ঝুঁকি হৃাস পাবে।

সাবধনাতা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায় ডা, জমির মো: হাসিবুস সাত্তার ফায়ার সার্ভিসের নির্দেশনাগুলো তার ফেসবুকে জনসাধারণ জন্য তুলে ধরেছেন। সময়োপযোগী এ বিষয়টি সবার সামেন তুলে ধরার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

তার পোস্ট থেকে নেওয়া নির্দেশনাগুলো হলো- ১।বজ্রপাতের ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না। ২. প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন। ৩. খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান। ৪. কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান। ৫. খোলা জায়গায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে চার মিটার দূরে থাকতে হবে। ৬. ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে। ৭. ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।৮. বজ্র পাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা দিতে হবে। ৯. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত

বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করুন। ১০. যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। ১১. বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
১২. ঘন-কালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন। ১৩. উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। ১৪. বজ্রপাতের সময় জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন। ১৫. বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকবেন না। ১৬. কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকুন। ১৭. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন। ১৮. বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন। ১৯. বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করলে, গাড়ির থাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। ২০. বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

তাই আসুন, সাবধানতা অবলম্বন করি, অন্যকেও এই বিষয়গুলো জানানোর মধ্যে দিয়ে বজ্রপাতে ঝুকি হৃাসে এগিয়ে আসি।

মেহেরপুর শহরের মাঠপাড়া থেকে হেরোইনসহ লিখন আটক

মেহেরপুর শহরের মাঠপাড়াতে আভিযান চালিয়ে ৩ গ্রাম হেরোইনসহ লিখন হোসেন (৩৫) নামের এক হেরোইন বিক্রেতাকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ। আটক লিখন মিয়া শহরের ৪ নং ওয়ার্ড মাঠপাড়া এলাকার ইলিয়াস হোসেনের ছেলে।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই (নি:) সুমন মিয়ার নেতৃত্বে এস আই মিঠুুন কুমার বিশ্বাস সহ সঙ্গীয় ফোর্স মেহেরপুর পৌরসভার

মাঠপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন।

সদর থানার ওসি জুলফিকার আলী জানান, আটক লিখন মিয়ার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ বুধবার (২২ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুর শহরের কাশ্যবপাড়া থেকে হেরোইনসহ তিন জন আটক

মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়াতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ ৩ মাদক কারবারীকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশের একটি ইউনিট।
আটকরা হলেন, বেড়পাড়া এলাকার মৃত আঃ হামিদের ছেলে রনি বিশ্বাস (৩৪), একইপাড়ার দুখু শেখের ছেলে মো: রকিব (৩৫) ও কাশ্যবপাড়া এলাকার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে জনিরুল ইসলাম (২৫)।

মঙ্গলবার (২১ হুন) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই নিঃ) শুভ কুমার রায় এর নেতৃত্বে এ এস আই শাকিল খান সহ সঙ্গীয় ফোর্স মেহেরপুর পৌরসভার কাশ্যবপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এসআই (নিঃ) শুভ কুমার রায় জানান, মাদক কারবারী একটি দল শহরের কাশ্যবপাড়ায় হেরোইন বেচাকেনা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের হাতেনাতে আটক করা হয়। হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার (২২ জুন) সকালে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে দিনভর পৃথক সংঘর্ষে ১৫ জন আহত

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে জমি জমা, বিয়ে ভাঙ্গা ও হোটেলে খাবার দেরিতে দেয়াকে কেন্দ্র করে পৃথক সংঘর্ষে নারিসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন।
আহতরা, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২৫০ শয্যা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
সূত্র মতে, মঙ্গলবার বিকালে গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামুনর রশিদ (৪৫) ও তার স্ত্রী মমতাজ বেগম (৪০) কে লাঠি দিয়ে দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছেন আপন ভাই কাওছার আলী ও ওয়াজেদ আলী। আহত মামুনর রশিদ ও তার স্ত্রী মমতাজ বেগম গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঘটনায় মামুনর রশিদ বাদী হয়ে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। একই দিন
সকাল ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার রাইপুর গ্রামে সনাতন ধর্মী হিন্দু পরিবারের মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ এনে একই পিরিারের তিনজনকে পিটিয়ে আহত করেছেন। আহতরা হলেন, রাইপুর গ্রামের আমিরুল ইসলাম (৫৫), তার স্ত্রী জুলেখা খাতুন (৫০), ছেলে লিখন হোসেন (২১)। আহত লিখন জানান, প্রতিবেশী হিন্দু ধর্মাবলম্বী আনন্দ দাশের মেয়ে বন্যা দাশের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। আনন্দ দাশ তার মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে প্রথমে আমার মাকে মার। পরে আমার বাবা ও আমাকে মারধর করে। আনন্দ দাশের বাবা সুশান্ত দাশ ও পরি দাশ সবাই মিলে করে আমাদের উপর।
একই দিন চাঁদপুর গ্রামের মাদ্রাসার বাউন্ডারির মধ্যে গরু যাওয়াকে কেন্দ্র সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে একই পরিবারের নারীসহ তিনজনকে পিটিয়ে আহত করেছেন গরুর মালিক মাজেদ আলীর ছেলে আক্তারুজ্জামান। আহতরা হলেন, ইলিয়াছ হোসেন (৫৫), তার স্ত্রী নাজেরা খাতুন (৫০) ও পুত্রবধু রুমি খাতুন (৩০)। এদের মধ্যে নাজেরা খাতুন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও ইলিয়াছ হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
মঙ্গলবার বিকালের দিকে এ উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের পারিবারিক বিরোধের জের ধরে রফিকুল ইসলাম (৪৫) ও তার স্ত্রী হামিদা খাতুন
(৪০) কে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

দুপুরের দিকে গাংনীর ঐতিহ্যবাহি সোবহান হোটেলে ভাত দিতে দেরী হওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে দুপক্ষের ৪ জন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন চৌগাছা গ্রামের আমিরুল শাহর ছেলে আশিকুজ্জামান পিন্টু, (৩০), ইন্টু রাজ (২), সোবহান হোটেলের কর্মচারী কাজিপুর গ্রামের মশিউর রহমানের ছেলে সুজন (২৬) ও সুজন হোসেন (৩০)।
এদের মধ্যে পিন্টু ইন্টুরাজকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও হোটেলের কর্মচারী সুজনকে আড়াই শ সয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরিফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ৫০পিচ ইয়াবাসহ যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ আশিক ইসলাম
(২১) নামের এক যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর বাগানপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আশিক একই উপজেলার কাজীপুর গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের এসআই বিশ্বজিৎ সরকারের নেতৃত্বে এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএসআই মাহাতাব উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী মোহাম্মদপুর বাগানপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আশিককে আটক করে। এসময় আশিকের কাছ থেকে ৫০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আশিকের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

সম্মেলনের দেড় মাস পর কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষক লীগের কমিটি ঘোষণা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রায় দেড় মাস পর সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সহ কমিটির নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মোঃ সাজেদুল ইসলাম সোম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ৩ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নির্দেশনায় মোঃ আনোয়ার জাহিদ তুহিনকে সভাপতি ও শুশান্ত চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসাবে মোঃ আনোয়ার হোসেন মুকুল, সহ-সভাপতি দেবদাস ভট্রাচার্য ও সহ-সভাপতি পদে মোঃ শাফিউর রহমান শফির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, গেল ১১ মে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বাংলাদেশ কৃষক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শরীফ আশরাফ আলী সম্মেলনরে উদ্বোধক ও প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষক লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ্যাড.মোঃ আব্দুর রশিদ, কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পান্, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ হালিমা রহমান, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পদক মোঃ নুরুল ইসলাম বাদশা, কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সাংসদ নবী নেওয়াজ, উপজেলা আ.লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

উপদেষ্টা আব্দুস শুকুর,নারী ইউপি সদস্য জাহানারা বেগম, প্রকল্প সমন্বয়কারী শরিফুল আলম লিটন, প্রকল্প অফিসার মাসুদুর রহমান সহ ৩৫ জন নারী উদ্যোক্তা।

কার্পাসডাঙ্গায় মোটরসাইকেলে ট্রাক্টরের ধাক্কা, প্রাণ গেল যুবকের

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মাটিবোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় মিনাল হোসেন নামে (২৮) এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারের মুচি বটতলা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিনাল দামুড়হুদা উপজেলার সদাবরি গ্রামের আফতাব হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মোটরসাইকেলে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন মিনাল। কার্পাসডাঙ্গা বাজারের মুচি বটতলা মোড়ে পৌঁছালে মাটি বোঝাই একটি ট্রাক্টর তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ট্রাক্টরটি উদ্ধার করা গেলেও চালক ইয়ামিন আলী পালিয়ে গেছেন। তাকে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে

গাংনীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভিক্ষুকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

গাংনীর জোড়পুকুরিয়া জেটিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হামিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভিক্ষুকের টাকা আত্নসাতের অভিযোগ উঠেছে।

জমি বিক্রির নগদ এক লাখ টাকাসহ অন্ততঃ দুই লাখ টাকার মালামাল আত্মসাত করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন হাজেরন নেছা নামের এক ভিক্ষুক। টাকা ফেরত পেতে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোন লাভ হয়নি।

ভিক্ষুক হাজেরন নেছা জানান, এ উপজেলার ভবানীপুর গ্রাম ছেড়ে বছর দশেক আগে তিনি শিক্ষক হামিদুলের বাড়ি তেরাইল গ্রামে আশ্রয় নেন। সেসময় তাকে একটি ঘর করে দিবেন ও যতদিন বাঁচবেন ততোদিন খাবারসহ যাবতীয় ভার বহন করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

সেসময় বৃদ্ধার কাছে থাকা জমি বিক্রির এক লাখ টাকা নিয়ে নেন এবং ১০ বছর যাবত বিভিন্ন গ্রাম থেকে ভিক্ষার টাকা ও ধান চাল বিক্রির যাবতীয় অর্থ হাতিয়ে নেন।

মাস দুয়েক আগে শিক্ষক হামিদুলের স্ত্রী ওই ভিক্ষুকের সাথে অসদাচরণ করেন এবং হামিদুলসহ পরিবারের লোকজন ভিক্ষুককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। নগদ টাকাসহ দশ বছরের ভিক্ষার টাকা ফেরত চাইলে হামিদুল মারমুখি হন। তাছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতে বাঁধা দেন। ভিক্ষুক হাজেরন অনুনয় বিনয় করে টাকা চাইলেও তা দেয়া হয়নি।

এব্যাপারে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকগণ হামিদুলের কাছে বিষয়টি জানতে চান এবং এক পর্যায়ে কিছু টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করেন। হামিদুল ওই বৃদ্ধার একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেয়া ছাড়াও কিছু টাকা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং এক সপ্তাহ সময় চান। বৃদ্ধা রাজি হবার মাস খানেক পেরিয়ে গেলেও আজও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ঠাঁই মেলেনি ওই বৃদ্ধার।

স্থানীয় লোকজন জানান, ভিক্ষুক হাজেরন ভিক্ষা করে বিভিন্ন গ্রামে

জমা রাখতেন। পরে হামিদুল ভ্যানযোগে তা নিয়ে বিক্রি করতেন। প্রতিদিনের ভিক্ষার টাকা তুলে দিতে হতো হামিদুলের হাতে। হাজেরনের টাকায় নিজের বাড়ি তৈরী করেছেন ওই শিক্ষক। নতুন ঘরে ওঠার সাথে সাথে শিক্ষক হামিদুল বদলে যান এবং ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেন।

বিষয়টি জানার জন্য সাংবাদিকগণ শিক্ষক হামিদুলের সাথে মুঠো ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোনটি রিসিভ করেন নি।

অভিযুক্ত হামিদুল ইসলাম জানান, স্থানীয় একটি গোষ্ঠীর সাথে আমার পূর্ব শত্রুতা থাকায় ওই গোষ্ঠিটি ভিক্ষুককে দিয়ে একটি মিথ্যা গল্প বানিয়েছে।ভিক্ষুক আমার বাড়িতে থাকতো। সে যা ভিক্ষা করে নিয়ে এসেছিল সেটা তার রাখা ডাইরিতে লেখা আছে।ঈদের পর দিন আমার বাড়ি থেকে চলে গেছে সে। পরের দিন তার কিছু চাল ডাল ছিল সেগুলোও নিয়ে গেছে। কয়েক হাজার টাকা আছে সে আসলেই টাকাটা দিয়ে দেবো।এর মধ্যে ওই গোষ্ঠিটি সাংবাদিকদের দিয়ে মিথ্যা গল্প বানিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আমি এই মিথ্যা সংবাদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

শোলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উভয় গ্রুপই উপজেলা চ্যাম্পিয়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হারিয়ে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

একইভাবে বঙ্গবন্ধুমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ফুটবল টূর্ণামেন্টের (বালিকা) চ্যাম্পয়িন হয়েছে একই বিদ্যালয়ের খুদে খেলোয়াররা ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে রানার্স আপ হয়েছে আশরাফপুর সরকারী প্রাথমিক

বিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধুমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা বঙ্গমাতা ফুটবল টূর্ণামেন্টের (বালিকা) আমদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মেহেরপুর সদর উপজেল প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা বামনপাড়া কাজী কুদরুলতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনল খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রপি তুলে দেওয়া হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, কাজী কুদরুলতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালযয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন, শিক্ষক প্রতিনিধি ও রঘুনাতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো: আপিল উদ্দীন।

ফাইনাল খেলায় ট্রাইবেকারে সদর উপজেলার আশরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২-১ গোলে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বালক এবং আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে পরাজিত করে একই বিদ্যালয়ের বালিকা দল।